

পাট



পাট চাষ ব্যবস্থাপনা

মৌসুম:

পাট উৎপাদন মৌসুম হচ্ছে ফাল্গুনের শেষ থেকে আষাঢ়ের শেষ (বপন থেকে পাট কাটা) পর্যন্ত।

জাত : আঁশ ফসলের জন্য চার ধরনের পাট রয়েছে। দেশী পাট, তোষা পাট, কেনাফ ও মেস্তা পাট। এদের অন্তর্ভুক্ত আধুনিক উফসী যে সব জাত রয়েছে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি -

নিস্বরূপ:

১পাট দেশী .

২তোষা পাট .

৩কেনাফ .

৪মেস্তা .

জমি তৈরিকরণ:

উঁচু ও মধ্যম উঁচু জমি যেখানে বৃষ্টির পানি বেশি সময় দাঁড়ায় না এবং দোআঁশ- মাটি পাট চাষের জন্য বেশি উপযোগী। বৃষ্টিপাতের পরপরই আড়াআড়ি ৫টি চাষ ৭- দিনে জমি তৈরি করতে হবে। ঢেলা গুড়ো করতে হবে এবং জমি আগাছামুক্ত করতে হবে।

সার প্রয়োগ : ভালোভাবে প্রস্তুতকৃত জমিতে বপনের ২টন ৫.৩ সপ্তাহ আগে হেক্টরপ্রতি ৩-

গোবর সার মিশিয়ে দিতে হবে। বপনের দিন

১৫ কেজি ইউরিয়া

১৭ কেজি টিএসপি ও

২২ কেজি এমওপি সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

অতঃপর বীজ বপনের:-৭ সপ্তাহ পর ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার ও চারা পাতলা করে
হেক্টরপ্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া সার জমিতে পুনরায় ছিটিয়ে দিতে হবে।

বীজ বপন : সময়মত পাটবীজ বপন করা উচিত। সাধারণত ছিটিয়েই পাটবীজ বপন করা :
হয়। তবে সারিতে বপন করলে পাটের ফলন বেশি হয়।

বীজ হার : ছিটিয়ে বুনলে কেজি ৫.৭-৫.৬-/হেক্টর, সারিতে বুনলে কেজি ০০.৫-৫.৩-/হেক্টর

সারিতে বুনলে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ৩০ সেমি বা এক ফুট এবং গাছ থেকে গাছের
দূরত্ব ৭ইঞ্চি হতে হবে। ৪-৩ সেমি বা ১০-

আগাছা দমন ও চারা পাতলাকরণ : বীজ বপনের ১৫-৩৫ ম নিড়ানী এবং ১ দিনের মধ্যে ২১-
য় নিড়ানী দিয়ে আগাছা ২ দিনের মধ্যে ৪২ দমন ও চারা পাতলা করতে হবে।